দৈনিক ইত্তেফাক

১৮/৮/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

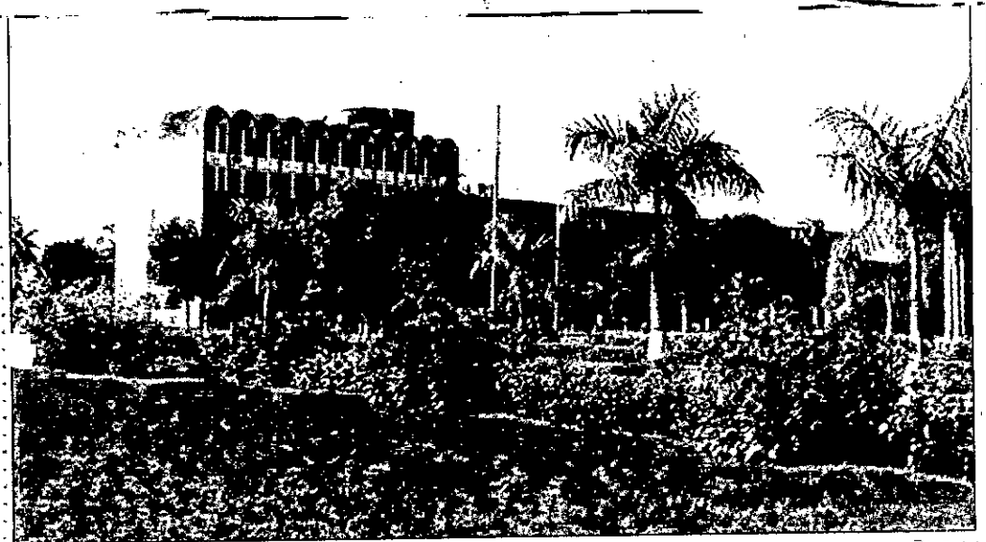

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন -ইত্তেফাক

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ৪০ বছর

তোফাজ্জল হোসেন রনি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ দেশের উচ্চতর কৃষি শিক্ষার পথিকৃৎ, পূর্ণাঙ্গ ও প্রধান বিদ্যাপীঠ ঐতিহ্যের প্রতীক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আজ গৌরবোজ্জ্বল ৪০ বছরে পদার্পণ করিল। ১৯৬১ সালের এই দিনে (১৮ই আগষ্ট) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পর চার দশক যাবৎ কৃষিবিদদের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনায় কৃষির ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হইয়াছে। প্রায়োগিক বিজ্ঞানের অর্জিত জ্ঞান জাতীয় উন্নয়নের বুনিয়াদকে মজবুত করিতে লাগসই কৃষি প্রযুক্তির নবতর গতিবেগ এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাঠ পর্যায়ে সঞ্চার হইতেছে।

ময়মনসিংহ শহর হইতে চার কিলোমিটার দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে গ্রামীণ পরিমন্ডলে ১২ শত একর এলাকা নিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়নাভিরাম সবুজ ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইহা ছিল ইষ্ট পাকিস্তান কলেজ অব ভেটেরিনারী সায়েন্স এ্যান্ড এনিম্যাল হাজব্যানড্রি। কলেজটিকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। ৬১-এর ১৮ই আগষ্ট ঘোষিত হয় পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ। ১৯৬১'র ২রা সেপ্টেম্বর নিযুক্ত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি প্রফেসর ডঃ এম, ওসমান গনি। সেই সঙ্গে ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। মাত্র দুইটি অনুষদ ভেটেরিনারী ও কৃষির মোট ২৩টি বিভাগে ৩০ জন শিক্ষক ও ৪৪৪ জন শিক্ষার্থী নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। পরে পশু পালন অনুষদ, অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, কৃষি প্রকৌশলী ও কারিগরি অনুষদ এবং মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের মোট ৪১টি বিভাগে ৫ হাজার ৬২১ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করিতেছে। ৪৩৮ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। এ যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট সংখ্যা স্নাতক ১৪ হাজার ৯৮১. স্নাতকোত্তর ৫ হাজার ১২৪ ও পিএইচডি (১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃঃ পর)

৭৩ জন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে আগত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেই প্রথম হইতেই নেপাল, শ্রীলংকা, সোমালিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের শিক্ষার্থীরাও এই ক্যাম্পাসে ভীড় জমাইতেছে। ছাত্রদের জন্য নয়টি ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীদের জন্য ১টি ছাত্রীনিবাস রহিয়াছে। বর্তমানে ছাত্রীদের সংখ্যা ১৩ শতাধিক। ছাত্রীদের আবাসিক সঙ্কট নিরসনে শেখ ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রী হলটি নির্মাণাধীন রহিয়াছে।

এখানে শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাও চলিতেছে। দুইটি ধারায় বর্তমানে গবেষণা পরিচালিত হইতেছে। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের থিসিস গবেষণা কার্যক্রম এবং অন্যটি শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত প্রকল্প গবেষণা। এই লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)। বর্তমানে বাউরেস-এর গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা ৯০টি।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫তম ভিসি হিসাবে প্রফেসর ডঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এই সংবাদদাতাকে বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি শিক্ষার নবতর প্রযুক্তির কোন বিকল্প নাই।